৪

আজকের কাগজ

তারিখ ..৪..1 APR-1995
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি আসনে ২০ জন আবেদন প্রার্থী

শাহ আরিফ নিশির ঃ কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষা বর্ষে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ৭৩১টি আসনে ভর্তির জন্যে ১৪ হাজার ২শ' ৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করেছে। অর্থাৎ প্রতিটি আসনে প্রায় ২০টি আবেদন জমা পড়েছে।

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি অনুষদভুক্ত ১২টি বিভাগে এ আবেদন জমা পড়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক ইউনিটে আবেদন জমার পরিমাণ ৮৯৫টি, খ ইউনিটে ২৯২৯ টি, গ ইউনিটে ৪০০২টি, ঘ ইউনিটে ৪১৪০ টি এবং ঙ ইউনিটে ২৩০২টি। ক ইউনিট ভুক্ত বিষয় হচ্ছে, আল কুরআন দাওয়া এবং আল হাদিস এন্ড ইসলামী স্ট্যাডিজ গড়ে সকল বিষয়ের প্রতিটি আসনের জন্যে আবেদনকারীর সংখ্যা ১৯.৫২ বা প্রায় ২০ জন। ঙ ইউনিটে প্রতি আসনে আবেদনকারীর সংখ্যা ৩৫টি। প্রথম পর্যায়ে চলতি মার্চ মাসে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত [illegible] উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কারণে তা এপ্রিলের শেষ সপ্তাহের দিকে নেওয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষা বর্ষের প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীর কলা অনুষদের (খ ইউনিট) ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী গতকাল (শুক্রবার) এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার পূর্ব রাতে এবং সকালে বিভিন্ন হলে অবস্থানরত কিছু সংখ্যক ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রী-দের হাতে হাতে পৌঁছিয়া যায়

বিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত রেজিষ্টার বিল্ডিংয়ের একটি কক্ষ হইতে কে বা কাহারা বড় অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রশ্নপত্র ফাঁস করিয়া দেয়। গত ১৩ ই এপ্রিল নগরীর একটি প্রেসে ছাপা সম্পন্ন করিয়া সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডীন প্রশ্নপত্র সংরক্ষণের জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের

(১১শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

নেতাদের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র পাওয়া ছিল সহজলভ্য। ভর্তিচ্ছু অনেক ছাত্র পূর্বে প্রশ্নপত্র পাইয়া উত্তর নকল করিয়া পরীক্ষার হলে নিয়া যায়। ঢাকা কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রের ২১ নম্বর কক্ষে জনৈক ছাত্রের নিকট হইতে পরীক্ষা পরিদর্শক কিছু নকল উদ্ধার করেন—যাহা সিরিয়াল অনুযায়ী প্রশ্নপত্রের সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। পূর্বরাতে প্রশ্নপত্র পাইয়াও ভুঁয়া ভাবিয়া ক্রয় করে নাই এমন কয়েকজন ছাত্রকে গতকাল পরীক্ষা শেষে হায়-হুতাশ করিতে দেখা যায়। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাটি ছিল গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। জানা-যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই জাতীয় কলংকজনক ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটে নাই।

চলতি শিক্ষাবর্ষে কলা অনুষদের দেড় সহস্রাধিক আসনের জন্য গতকালের ভর্তি পরীক্ষায় ১৭ হাজার ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এই ব্যাপারে গতকাল পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি বলেন, 'আমি সাংবাদিকদের সহিত কথা বলি না।' রাতে তাহার বাসায় বারবার টেলিফোন করা হইলেও তিনি টেলিফোন রাখিয়া দেন।

তবে বাংলা অনুষদের ডীন প্রফেসর আমিনুল ইসলামের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি বলেন, প্রশ্নপত্র গোপন রাখার সকল চেষ্টা করা হইয়াছে। ১৩ই এপ্রিল রাতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দফতরে প্রশ্নপত্র রাখা হয়। গতকাল যথানিয়মে কলাভবনে পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্রের বাণ্ডিল খোলা হইয়াছে। কাজেই ফাঁস হইয়া যাওয়ার অভিযোগ অবান্তর। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন, এই ধরনের ঘটনা ঘটিতেই পারে না। তবু বিষয়টি খতাইয়া দেখা হইতেছে।

এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার প্রতিবাদে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন আজ (শনিবার) ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে।